ত্রিবর্ণ (ধর্ম, অর্থ ও কাম)

প্রাচীনকালে আশ্রম ব্যবস্থাতেই চারটি পুরুষার্থ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা হত। ধর্ম সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে রাখে। ভূতগণের রক্ষা সম্ভব হয় অহিংসার দ্বারা। তাই অহিংসাকেই কখনও কখনও ধর্ম বলা হয়। এইভাবে সত্যকথন, অস্তেয় ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলী বা নৈতিকতাকেও ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়। এই ধর্ম সকলেরই কাম্য। এটি প্রথম ও প্রধান পুরুষার্থ।

অর্থ ও কাম সংসারী মানুষের একান্ত কাম্য। প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও কাম বিনা কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। অর্থ বা সম্পদ আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এনে দেয়। কাম বা অভিলাষ এনে দেয় আনন্দ উপভোগের উপায়। তাই সাধারণ মানুষের নিকট এই তিনটি পুরুষার্থ একান্ত প্রয়োজনীয়। এই তিনটি পুরুষার্থকে একসঙ্গে ত্রিবর্গ বলা হয় এবং এদের সঙ্গে মোক্ষ যুক্ত করে বলা হয় চতুর্বর্গ।

ধর্ম, অর্থ ও কাম এই পুরুষার্থগুলিকে অর্জন ও যথাযথ ব্যবহার ও ক্ষেত্রবিশেষে তাদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষ শৈশব থেকে অবহিত থাকে না।

চারটি আশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরুষার্থগুলিকে যথাযথ ব্যবহার ও তাদের নিয়ন্ত্রণের মানসিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন ভারতে।

ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম প্রথমে উল্লিখিত কেন? এর কারণ হল ধর্মই নির্ধারণ করে দেয় কতটা অর্থ এবং কতটা কাম ভোগ করা উচিত। সুতরাং যে ব্যক্তি অর্থলিপ্সু ও কামকামী সেই ব্যক্তিও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলবেন। অন্যথায় অর্থ ও কামের অতিরিক্ত প্রভাব তাঁর জীবনকে হালবিহীন তরণীর মত দিশাহারা করে তুলবে। তাই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মের স্থান সবার প্রথমে। জীবনধারণের জন্য উপযোগী বলে অর্থের স্থান দ্বিতীয়। এবং জ্ঞানীগণের মতে কামের স্থান সবার শেষে। এই কামকেই সকল মানুষের অন্যতম প্রধান অন্তঃশত্রু বলে গণ্য করা হয়। ছয়টি রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর্য—এদের মধ্যে কিন্তু কামই প্রধান, কারণ সকল রিপুকেই পরিচালিত করে কাম। বহিঃশত্রুকে শস্ত্রাদির দ্বারা জয় করা যায়। কিন্তু শরীরস্থ এই অন্তঃশত্রুগুলিকে জয় করার জন্যও ধর্ম নির্ধারিত পথে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধে মনু বলেন—

ধর্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয় ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ।। (মনু ১১/২২৪)

কেউ কেউ বলেন কামহেতুত্ব বশতঃ ধর্ম ও অর্থ শ্রেয় বলে গণ্য। আবার অন্য আচার্যগণ বলেন যে সুখ হেতু বলে অর্থ ও কাম হল শ্রেয়ঃ। আবার অন্য আচার্যগণ বলেন অর্থ ও কামের অভ্যুদয় বা উৎকর্ষসাধক বলে ধর্মই শ্রেয়ঃ। আবার অপর আচার্যগণ বলেন—ধর্ম ও কামের সাধন হয় বলে অর্থই শ্রেয়। কিন্তু মনুর মতে ধর্মার্থকামাত্মক

পরস্পরের অবিরুদ্ধ যে ত্রিবর্গ তাকেই শ্রেয় বলে স্বীকার করতে হবে। এখানে কুল্লুকভট্ট মন্তব্য করেছেন— "এবং চ বুভুক্ষূন্ প্রত্যুপদেশো ন মুমুক্ষূন্। মুমুক্ষূণাং তু মোক্ষ এব শ্রেয়ঃ।"

পরস্পরের অবিরোধী সুসংবদ্ধ ধর্ম, অর্থ কাম এই তিনটি সম্মিলিতভাবে ভোগকামী সাধারণ মানুষের নিকট শ্রেয়াসাধক বলে গণ্য হয়। কিন্তু এই উপদেশ মুমুক্ষুগণের জন্য নয়। মুক্তিকামী সাধকের নিকট একমাত্র শ্রেয়স্কর হল মোক্ষ নামক চতুর্থ পুরুষার্থ। ত্রিবর্গের কোন উপযোগিতা তাঁদের নিকট মূল্যবান্ বলে গৃহীত হয় না।

ভোগীর নিকট ও কেবল অর্থ ও কাম শ্রেয়স্কর হয় না। স্মৃতিকারগণের মতে সেখানেও বিচারকের স্থানে থাকে ধর্ম, যে বিবেককে জাগ্রত রাখে। ধর্ম পরিচালনা করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে অর্থ কামের গতিবিধিকে। অর্থ ও কামের যথাযথ অধিকার কতটা তা নির্ধারিত করে ধর্ম। বাহ্য মানুষ ও আভ্যন্তরীন মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে সেই ধর্মই। একই ভাবে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে গোষ্ঠীমানুষের সম্বন্ধও নির্ধারিত হয় ধর্মের দ্বারাই।

একথা অত্যন্ত সত্য যে ত্রিবর্গস্থিত ধর্ম, অর্থ ও কাম পরস্পর বিরুদ্ধ। ধর্ম পথে চলতে গেলে অর্থনাশ ও কামত্যাগ আবশ্যক। অর্থ উপার্জন করতে গেলে ধর্মের পথ জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং কামভোগও সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত কাম তৃপ্তির পথে অগ্রসর হলে ধর্ম ও অর্থ উভয়ই বিনষ্ট হয়।

কেবলমাত্র সদ্‌গুণবান মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কামের যথাযথ ব্যবহার ও তাদের নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হতে পারেন।

চারটি আশ্রমে প্রবেশের বয়স বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্য ব্রহ্মচর্য ও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের বয়স নির্ধারিত করা হয়েছে শাস্ত্রগ্রন্থে। চারটি আশ্রমের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বক্তব্য নিরূপিত হবে। এ বিষয়ে বাৎস্যায়ন তাঁর কামসুত্রগ্রন্থে বলেন যেহেতু মানুষের পরমায়ু একশত বৎসর নির্ধারিত (শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ) সেহেতু ঐ সময়টিকে তিনভাগে ভাগ করে নিতে হবে, বাল্য, যৌবন ও স্থাবির। বাল্যে বিদ্যাগ্রহণ, যৌবনে কামতৃপ্তি এবং বার্ধক্যে ধর্ম ও মোক্ষ বিষয়ে উদ্‌গ্রীব হবে মানুষ। (কামসূত্র I II 1–6) কিন্তু বাৎস্যায়নের বক্তব্য এখানেই শেষ হয় নি। তিনি আরও বলেন—যেহেতু আয়ুষ্কাল অনিত্য সেহেতু পুরুষ এই বিদ্যা, কাম ও ধর্ম বিষয়ে জীবনের যে কোন সময়েই মনঃসংযোগ করতে পারে অর্থাৎ যখন যে পুরুষার্থ তার সম্মুখে উপবিধৃত হবে তখন সে তাকেই গ্রহণ করবে। ত্রিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সহচারিতার ভাবটি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। ত্রিবর্গের প্রত্যেকটিই পরস্পরের বিরোধী হলেও মানুষ যেন তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করেই জীবনপথে অগ্রসর হয়। এ বিষয়ে মনুও যে একমত তা আমরা পূর্বেই দেখেছি (মনু ১২/২২৪)। মনুর মতে ত্রিবর্গ পালন করতে হবে সামঞ্জস্য পূর্ণ রীতিতে (ত্রিবর্গ ইতি হি স্থিতিঃ)।